প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট তাদের কার্যক্রমের এক বছর পূর্ণ এবং তামাক বিরোধী কার্যক্রমকে গতিশীল করায় আমি আনন্দিত।

শতাব্দীর সূচনালগ্নে তামাক কোম্পানীগুলোর নানা কৌশলের কারণে আমাদের দেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে তামাক জনিত রোগ ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশের তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করা একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। কারণ তামাক কোম্পানীগুলোর চিত্তাকর্ষক মনোহারী বিজ্ঞাপনে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই বিশেষ করে কিশোর-তরুণ-যুবক ও মহিলারা প্রতারিত হচ্ছেন।

আশা করি আমাদের দেশের জনগন ধীরে ধীরে হলেও তামাক কোম্পানীগুলোর প্রতারণা বুঝতে পারবেন। জোটের গণসচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমেই তামাকজনিত রোগব্যাধি ও মৃত্যুহ্রাস পাবে-জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে।

আমি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের বর্ষপূর্তি ও ভবিষ্যৎ সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ)

WORLD HEALTH ORGANIZATION **ORGANIZATION MONDIALE DE LA SANTE**

SOUTH EAST ASIA REGION **REGION DE L'ASIE DU SUD-EST**

OFFICE OF THE WHO REPRESENTATIVE FOR BANGLADESH
TEL: (880)2 861 46 53-861 46 54 – 861 46 55 – 861 28 82

Last year Message

I am pleased to learn that Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) is celebration its first anniversary on 13 January 2001.

I felicitate BATA on their commendable contributions to the anti-tobacco movement in Bangladesh including, those against the " Voyage of Discovery", their participation in WHO SEAAT Flame activities and production of the report "Hungry for Tobacco".

I wish them success.

Dr. Derek A.C. Lobo
Ag. WHO Representative

চেয়ারম্যান
বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি
বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

শুভেচ্ছা

পৃথিবীর সব দেশে আজ ধূমপান ও তামাকের বিরুদ্ধে জনগণ আন্দোলন জোরদার করছে। পৃথিবীর উন্নতদেশগুলো যখন ধূমপান কমিয়ে আনছে এবং বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুন হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা আজ অনেক নুতন তথ্য জানতে পারছি। আমরা এখন জানি তামাক পাতা পানের সঙ্গে জর্দ্দা হিসেবে খাওয়া যেমন ক্ষতিকর তেমনি ধূমপানের ধোঁয়াও সমপরিমাণ রোগ জীবানুর কারণ। আমাদের দেশে তামাক ও ধূমপান বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অফিস, আদালতে, হাসপাতাল কিংবা সভা সেমিনারে এখন আগের মত আর কেউ পকেট থেকে সিগারেট বের করে দামী লাইটে অগ্নি সংযোগ করার সাহস পান না। বাড়ীতেও এখন স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের বিরোধীতার মুখে স্বামী তার বহুদিনের অভ্যাস বলবৎ রাখতে পারছেনা, হয়তবা লুকিয়ে বা বাইরে গিয়ে ধূমপান করছেন। রেডিও, টিভিতে ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চলছে। পত্র-পত্রিকায় লেখা ও প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" স্বাস্থ্য মহাপরিচালক। বিভিন্ন সংগঠন তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান করে জনগনকে তামাকের ক্ষতিকর দিকসমূহ বর্ণনা করছেন।

তামাক পাতা ও ধূমপানের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল তামাক বিরোধী সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। আজ তামাক বিরোধী জোটের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের শপথ নিতে হবে যাতে আমরা সকল সংগঠন এক সাথে থেকে কাজ করবার মত শক্তি, সাহস ও সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করে এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে পারি।

আমাদের এই কার্যক্রম যাতে আরও জোরদার হয়, দেশের সকল জনসাধারণ যাতে তামাক ও ধূমপানমুক্ত হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য আমরা চাই সকলের আশির্বাদ আর সহযোগিতা ।

ডঃ অরূপ রতন চৌধুরী

VicHealth

Victorian Health Promotion Foundation
ABN 20 734 406 352
Suit 2 First Floor
333 Drummond Street Carlton 3053
Po Box 154 Carlton South 3053 Australia
Phone: + 61 3 9345 3200 Fax: + 61 3 9345 3222
E-mail : vicheath@vichealth.vic.gov.au
Website: http:// www.vichealth.vic.gov.au

Message

Congratulations to BATA on its first birthday.
It is essential that BATA exists, strengthens and expands its work
to fight the insidious and pervasive presence of the Tobacco companies in Bangladesh.

BATA has had some extraordinary achievements in its short life,
not the least of which is through the report " Hungry for Tobacco" This has shown
that in Bangladesh it is not only " Smoking or Health" it is "Smoking or Food!"

Prof Rob Moodie
Chief Executive Officer

GOBAL PARTNERSHIPS FOR TOBACCO CONTROL
Essential Action
P.O. Box 19405,
Washington, DC 20036

Message

We would to send our best wishes to the Bangladesh Anti-Tobacco Alliance on the occasion of its first year anniversary.

Though only one year young, the Alliance can already boast an impressive list of accomplishments and activities- ones that have deservedly received international attention. Specifically we would like to cite the Voyage of Discovery case in which BATA members won a decision against BAT and inclusion of BATA members on the Bangladesh Ministry of Health's committee to draft tobacco control laws.

We also would to like to thank you for producing the "Hungry for Tobacco" report- a report which puts the true cost of tobacco in excellent perspective- and for your participation in the Southeast Asian Anti-Tobacco Flame for Freedom From Tobacco, World No Tobacco Day, and the education of BATA members on the Framework Convention on Tobacco Control.

The amount that you have been able to accomplish in such a short time is truly remarkable. Your Alliance has much to teach other groups around the world about developing successful coalitions and advocacy campaigns.

Thank you for your important contribution to the international tobacco control movement, congratulations on your anniversary, and best wishes for many more successful years to come.

In solidarity for a tobacco-free future

Anna White
Coordinator,

Framework Convention Alliance
Building Support for Global Tobacco Control

Message

On behalf of over a hundred non-government organisations around the world the Framework Convention Alliance offers our sincere congratulations on the occasion of the first anniversary of the Bangladesh Anti Tobacco Alliance. The work of BATA has been a great inspiration to us all and we are proud to have BATA as a member of our Alliance.

We wish you continued success and look forward to working closely together in the future.

Belinda Hughes
Coordinator

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Action on Smoking and Health Foundation

Message

The Action on Smoking and Health Foundation (Thailand) is extremely pleased to have this opportunity to congratulate BATA on its wonderful work in tobacco control over the past year, Your unity and purpose have been inspirational for others in the world working for a smoke-free environment. We know that at times it seems that we are working against incredible odds however seeing the dramatic successes such as have been seen in Bangladesh recently helps us keep going.

We wish you continued success and hope that the cooperation between ASH and BATA will continue and grow in the future.

Sincere Regards,

Dr. Prakit Vateesatokit
Executive Secretary

Bungon Ritthiphakdee
Director

সম্মাননা ২০০০-এ
ভূষিত
চিকিৎসাবিদ
অধ্যাপক
সৈয়দ ফজলুল হক

অধ্যাপক সৈয়দ ফজলুল হক একজন খ্যাতিমান প্রবীণ চিকিৎসক এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্যান্সার বিষয়ে তাঁর অবদান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার এই কৃতি সন্তান ডাক্তার সৈয়দ ফজলুল হক বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানায় রায়হানপুরে ১৯২০ সালের ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ঝালকাঠী সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক ও বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে বি. এস. সি পাশ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি প্রায় ৩০ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেডিওথেরাপী বিভাগে অধ্যাপনা করে ১৯৭৮ সনে অবসর গ্রহণ করার পর লিবিয়া আল-ফাতাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ বছর কাল রেডিওথেরাপীর অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনার কাজ করেন । ডাক্তার হক চাকুরিরত থাকা অবস্থায় ১৯৫৬ সালে লন্ডন থেকে ক্যান্সারের উচ্চ ডিগ্রী ডি.এম.আর.টি. এবং ঢাকা থেকে এফ. সি.পি.এস. লাভ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি তাঁর উচ্চমানের মেধার স্বাক্ষর রাখেন। ছাত্র জীবনের প্রতি স্তরে ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্বারা তাঁর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের গভীর ছাপ রেখে গেছেন।

স্কুলে ব্রতচারী ও বয়েজ স্কাউট, কলেজে সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড ও মেডিকেল কলেজে ইউ. ও টি. সি তে যোগদান করেন এবং পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে কলকাতার পাকিস্তান এ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করে আর্ত মানবতার সেবায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির পদমর্যাদায় থেকে পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন (ইষ্ট জোন) ও বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহী ডাক্তার হক তাঁর নিজ এলাকায় এলাকাবাসীর সহযোগিতা ও নিজ অর্থে একটি উন্নতমানের কলেজ গড়ে তুলেছেন। কলেজের নাম সৈয়দ ফজলুল হক ডিগ্রি কলেজ। এছাড়া বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাংলাদেশে ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ এবং তামাক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়ত ব্যস্ত আছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রোটারিয়ান। মহাখালীতে রোটারী ক্যান্সার ডিটেকশন সেন্টার ও ক্যান্সার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ অবদান উল্লেখ না করে উপায় নেই। তাঁর জীবনের শেষ বাসনা ঢাকাতে একটি পূর্নাঙ্গ ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ। এ লক্ষ্যে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই নির্মাণ কাজ বর্তমানে অনেক দূর অগ্রসর।

ডাক্তার হক তাঁর ছয় মেয়ে ও জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে পরম করুনাময় আল্লাহর রহমতে পরম সুখি। তাঁর এক মেয়ে ডক্টরেট, তিন মেয়ে ডাক্তার এবং বাকী দুটি অনার্সের পরে মাষ্টার্স করেছে। ডাক্তার হকের দাদা জনাব সৈয়দ রায়হান উদ্দিন ছিলেন এলাকার বর্ষীয়ান নামজাদা ব্যক্তিত্ব, তাঁর নাম অনুসারে এলাকার নামকরণ হয়েছে রায়হানপুর।

২৪ নভেম্বর ২০০০ হাক্কানী মিশন বাংলাদেশ কর্তৃক চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুনীজন সংবর্ধনায় সংবর্ধিত হওয়ার পূর্বে তিনি যে সমস্ত পদক পেয়েছেন তা হলো- বরিশাল বিভাগ সমিতি কর্তৃক চিকিৎসা ক্ষেত্রে শের-ই-বাংলা পদক'৯৫, চন্দ্রদীপ (বরিশাল) সাংস্কৃতিক সংস্থার গুনীজন পদক '৯৫, বরগুনা জেলা সমিতি কর্তৃক শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুনীজন পদক '৯৫, তামাক বিরোধী আন্দোলনের জাতীয় সংস্থা 'আধূনিক' কর্তৃক বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পদক '৯৬ এবং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগাং কর্তৃক 'লিডার অব প্রফেশন' পদক '২০০০।

অগ্রযাত্রার পথে

কুহেলী মোস্তফা

নদী এঁকে বেঁকে চলে। সব নদীই এক সময় লক্ষে এসে পৌঁছায়- সাগরে পতিত হয়। আরও গতি সঞ্চার করে মহাসমুদ্রে মিলে একাকার হয়ে যায়। এ উপমা হয়তো বা মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট গঠনে প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন নিজস্ব ধারাবাহিকতায় তামাক বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন অশনি সংকেত, বিট্রিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর (বিএটি) অভিনব প্রচার কৌশল ভয়েজ অব ডিসকভারী নামধারী নৌযান ইংল্যান্ড থেকে ১৭ টি দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ইউরোপ আফ্রিকার কিছু দেশসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নির্ধারিত উন্নয়ণশীল দেশগুলো পেরিয়ে ধেয়ে আসে শেষ ঠিকানা বাংলাদেশ অভিমুখে। প্রানপ্রিয় স্বাধীন সোনার বাংলা এমনিতেই বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত, নতুন করে তামাকের দাবানল আরও জ্বালাময়ী সমস্যা সৃষ্টি করবে? না তা হয়না। বিএটির স্বপ্নতরী 'এডভেঞ্চার এ যোগদান কর' শ্লোগানধারী নৌযান যা আবিষ্কারের নামে বয়ে আনে মৃত্যু- এ ইয়টের আগমন প্রতিহত করতে সকল তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একক শক্তিতে পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এ জোট। প্রতিটি সৃষ্টির কোন না কোন উদ্যোক্তা থাকে। তারুণ্যের জোয়ারে ছুটে চলা উদ্যমী একদল কর্মী বিশিষ্ট ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর হাতছানিতে অক্টোবরের ৯ তারিখে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো প্রথম সভায় মিলিত হয়ে গড়ে তোলে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২৩ শে অক্টোবর ১৯৯৯ জাতীয় প্রেসক্লাবে তামাক বিরোধী আন্দোলনের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আধূনিক এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ ফজলুল হক, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক কাজী রফিকুল আলম এবং মানসের সভাপতি ডঃ অরূপ রতন চৌধুরীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলন। সে থেকেই জোটের অগ্রযাত্রা অব্যাহত...

ভয়েজ অব ডিসকভারী বিরোধী কর্মসূচী

২৩ অক্টোবর **১৯৯৯** শনিবার প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ধূমপান বিরোধী সংগঠন ফেডারেশন নামে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন এবং ভয়েজ অব ডিসকভারীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কর্মসূচী ঘোষণা।

২৮ অক্টোবর সংগঠনগুলোর সাধারণ সভায় বাংলাদেশ ধূমপান বিরোধী সংগঠন ফেডারেশন নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট নাম নির্ধারণ এবং ভয়েজ অব ডিসকভারী বিরোধী গোলটেবিল বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ।

৩ নভেম্বর **ডুবুক সেই তরী, যা আবিষ্কারের নামে বয়ে আনে মৃত্যু** এ শিরোনামে একটি পোষ্টার প্রকাশ।

৩১ অক্টোবর বিএটির প্রচারণী কনসার্ট বাতিলের লক্ষ্যে ঢাকা শেরাটন হোটেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি প্রদান। একই অনুষ্ঠান হতে অর্জিত অর্থ না গ্রহণ করার জন্য Center for Rehabilitation of the Paralysed কর্তৃপক্ষকে চিঠি প্রদান।

১২ অক্টোবর জোটভূক্ত সংগঠন মানবিক, ঘাস ফুল নদী, বাদসা কর্তৃক মাইক্রোবাসযোগে ঢাকা শহরে ভয়েজ অব ডিসকভারীর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা, পথসভা ও লিফলেট বিতরন।

১৩ নভেম্বর ভোরের কাগজের সহযোগিতায় গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

১৫ নভেম্বর নভেম্বর বাংলাদেশ এন্টি ড্রাগ ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালণ।

১৭ নভেম্বর বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর ভয়েজ অব ডিসকভারীর আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য চট্টগ্রামের সিটি মেয়রকে চিঠি প্রদান।

১৮ নভেম্বর ভয়েজ অব ডিসকভারীর আগমনের প্রতিবাদে সাইকেল র‌্যালীর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাত্রা।

১৯ ও **২০** সাইকেল দলের ঢাকা হতে চট্টগ্রামের পথে ভয়েজ অব ডিসকভারীর বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ, সভা ও প্রচারণা কার্যক্রম।

২১ ও **২২** ঢাকা ও চট্টগ্রামে মানববন্ধন এবং প্রতিবাদ র‌্যালীর আয়োজন।

২২ নভেম্বর ভয়েজ অব ডিসকভারীর প্রচারণা ও যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবিতে রীট পিটিশন দায়ের এবং হাইকোর্ট কর্তৃক ভয়েজ অব ডিসকভারীর সকল প্রকার কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে জোটের উদ্যোগে তামাক কোম্পানীগুলোর বেপরোয়া প্রচারণার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীকী অবস্থান।

১ জানুয়ারী প্রেসক্লাবের সামনে স্যাটেলাইট চ্যানেলসহ সকল প্রচার মাধ্যমে সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ এবং জনসমাগমস্থলে ধূমপান নিষিদ্ধের দাবিতে মানববন্ধন রচনা।

সিয়াট ফ্লেইম

১৮ জানুয়ারী আগত সিয়াট ফ্লেইমসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রনয়ন।

২০ জানুয়ারী নারী সংগঠনগুলোর সাথে সিয়াট ফ্লেইম সহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বৈঠকের আয়োজন।

৩০ জানুয়ারী Action on Smoking and Health এর প্রতিনিধি Belinda Hughes এর সাথে বৈঠকের মিলিত জোটের বিগত কার্যক্রম এবং সিয়াট উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করণ।

৪ ফেব্রুয়ারী সিয়াট ফ্লেইম এর আগমন উপলক্ষ্যে জোটভূক্ত সংগঠন প্রত্যাশার রক্তদান কর্মসূচী পালন এবং সিয়াট ফ্লেইম গ্রহণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি গানের দলের মানিকগঞ্জ গমন।

৫ ফেব্রুয়ারী সকালে সিয়াট ফ্লেইমের আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান।

দুপুরে মশালসহ গানের দলের শহর প্রদক্ষিন, ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশন, পথসভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং বিকেলে জোটভুক্ত সংগঠন মানবিক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এবং ওয়াক্ এর উদ্যোগে মিরপুর স্টেডিয়ামের পাশে পথসভার আয়োজন।

৬ ফেব্রুয়ারী সকালে জোটভুক্ত সংগঠন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সিয়াট ফ্লেইমের উপর সেমিনার আয়োজন। দুপুরে আলহাজ্ব মকবুল হোসেন কলেজে সিয়াট ফ্লেইমসহ ধূমপান বিরোধী ক্যাম্পেইন। বিকেলে ফ্লেইমবাহী সঙ্গীত দলটি মোহাম্মদপুর, ঝিগাতলা, আদাবর, আসাদগেট এলাকায় ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশন পথসভা, লিফলেট বিতরন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ।

৭ ফেব্রুয়ারী সকালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির উদ্যোগে তিতুমীর কলেজে ক্যাম্পেইন। দুপুরে সঙ্গীত দলের গুলশান, মহাখালী, ফার্মগেট এলাকায় ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশন পথসভা, লিফলেট বিতরন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ। বিকেলে জোটের উদ্যোগে বিভিন্ন নারী সংগঠনের সমন্বয়ে মশালসহ ট্রাক মিছিল, শহরে বিভিন্ন স্থানে পথসভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ।

৮ ফেব্রুয়ারী জোটের প্রতিনিধি দলের ঢাকা ইম্পিরিয়াল কলেজে তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইন। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশন পথসভা, লিফলেট বিতরন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ। বিকেলে দলটি শিশু মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন, গনস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং আগত অভিভাবকদের মাঝে পথসভার মাধ্যমে শিশুদের উপর ধূমপান এর কুফলের দিকগুলো তুলে ধরে।

৯ ফেব্রুয়ারী মশালসহ গানের দলের মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, গোপীবাগ, সায়েদাবাদ এলাকায় জনসাধারনের মাঝে ধূমপান বিরোধী লিফলেট বিতরণ, গান পরিবেশন এবং গণস্বাক্ষর কার্যক্রম পরিচালনা। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলাদেশ এন্টি-ড্রাগ ফেডারেশন এর উদ্যোগে সিয়াট ফ্লেইম এর আগমন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন।

১০ ফেব্রুয়ারী ফ্লেইমবাহী জোটের সঙ্গীত দলটি গাজীপুর রোভার পল্লীতে গমন করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত হাজার স্কাউটদের মাঝে ধূমপান বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন, লিফলেট বিতরন এবং গণস্বাক্ষর কার্যক্রম পরিচালনা করে। দুপুর ও বিকেলে জোটের দলটি উত্তরা রোটারী ক্লাবের সহযোগিতায় উত্তরার বিভিন্ন স্থানে পথসভাসহ বিভিন্ন প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১১ ফেব্রুয়ারী ফ্লেইমবাহী জোটের সঙ্গীত দলটি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাত্রা পথে দলটি কুমিল্লা, ফেনীসহ বিভিন্ন স্থানে ধূমপান বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশনসহ, লিফলেট বিতরন এবং গণস্বাক্ষর কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১২ ফেব্রুয়ারী জোটের দলটি চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে ফ্লেইমসহ লিফলেট বিতরন, ধূমপান বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পন এবং **৩১** মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচী গ্রহন।

২৮ ফেব্রুয়ারী মশালসহ জোটের সঙ্গীত দল ঢাকা থেকে বরিশালের দিকে রওনা হয়। ফ্লেইমবাহী জোটের সঙ্গীত দলটি যাত্রা পথে ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুরে পথসভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, লিফলেট বিতরন ও ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশনের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২৯ ফেব্রুয়ারী ফ্লেইমবাহী জোটের প্রতিনিধি দলটি বরিশাল শহরে অনুরূপ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২৭ মার্চ হতে জোটের প্রতিনিধি দল মশালসহ শাহবাগ, টি এস সি, গুলিস্থান এলাকায় দিনব্যাপী পথসভা, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, লিফলেট বিতরন ও ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশন করে।

২৮ মার্চ ফ্লেইমবাহী জোটের সঙ্গীত দলটি দিনব্যাপী আজিমপুর, পলাশী, নীলক্ষেত, লালবাগ এবং আজিমপুর স্কুল এন্ড কলেজে অনুরূপ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২৯ মার্চ দলটি ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন কমার্স কলেজ, মিরপুর এবং বিকেলে সংসদ ভবন এলাকায় পথসভা, গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ, লিফলেট বিতরন ও ধূমপান বিরোধী গান পরিবেশনের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৩০ মার্চ ফ্লেইমবাহী জোটের সঙ্গীত দলটি ধূমপানমুক্ত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গণ বিশ্ববিদ্যালয় গমন করে এবং ধূমপান বিরোধী প্রচারণার পাশাপাশি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর সৌজন্যে ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এই মর্মে একটি সাইন বোর্ড স্থাপন। বিকেলে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

২২ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে জোটের কর্মসূচী তুলে ধরা হয়।

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে জোটের কার্যক্রম

১ মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে জোটের একটি গানের দল শহরে বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় তামাক বিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন, লিফলেট বিতরন এবং পথসভা করে।

২ মে জোটের সভায় খসড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন উপস্থাপন এবং উক্ত আইনের খসড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১০ মে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের গানের দলটির শহর প্রদক্ষিন এবং জনসচেতনতামূলক অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহন।

১০ - ১৭ মে জোটের উদ্যোগে ঢাকা শহরে ধূমপান বিরোধী ব্যানার প্রদর্শন, স্মরনীকা প্রকাশ, লিফলেট ও স্টীকার বিতরন।

১৮ মে জোটভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি কর্তৃক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন।

২৬-২৭ মে জোটভুক্ত সংগঠন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কলেজ ভিত্তিক সংগঠন চক্রবাতের উদ্যোগে ঢাকার ১১ টি কলেজে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট শিশু একাডেমী প্রাঙ্গনে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন।

২৭ মে জোটভুক্ত সংগঠন প্রত্যাশার উদ্যোগে ওয়ারীতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন।

৩০ মে ঢাকা আহছানিয়া মিশনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৩১ মে সকালে জোটের উদ্যোগে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে একটি বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন। জোটভুক্ত সংগঠন মানসের সেমিনার আয়োজন। বিকেলে আধুনিক ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির আয়োজনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ওসমানী মিলনায়তনে সেমিনার অনুষ্ঠিত।

এছাড়া উক্ত দিনে জোটভুক্ত সংগঠন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউ বি বি) এর সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, গাইবান্ধায় বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা এবং চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১ জুন জোটের নিউজলেটার প্রকাশ।

২ জুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটকে সিয়াট ফ্লেইম এর অনুরূপ প্রতিকৃতি প্রদান।

১৯ জুন জোটের সহযোগী সংগঠন নারীপক্ষের নারী ও তামাক জনিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠান।

১০ জুলাই পাথ কানাডা এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর Hungry for Tobacco শীর্ষক গবেষণাধর্মী রিপোর্টের উপর জোটের উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলন।

১৬ সেপ্টেম্বর মুক্তাঙ্গনে তামাক কোম্পানীগুলোর প্রলুব্ধকর প্রচারণার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা, র‍্যালী, লিফলেট বিতরণ।

১৬-২১ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, ইত্তেফাক, ডেইলী ষ্টার, যুগান্তর ও জনকণ্ঠে তামাক কোম্পানীগুলির প্রলুদ্ধকর প্রচারণার প্রতিবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ। জোটভুক্ত সংগঠনগুলো নিজ নিজ এলাকার মসজিদে লিফলেট বিতরণ করে।

৩০ সেপ্টেম্বর জোটের আয়োজনে এবং পাথ কানাডা এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় Framework Convention on Tobacco Control এর উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

১৩ নভেম্বর জোটের উদ্যোগে সাতক্ষীরা জেলার বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ।

২৫ নভেম্বর জোটভুক্ত সংগঠন প্রত্যাশার আয়োজনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ওয়ারীতে স্কুল ক্যাম্পেইন।

২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের দ্বিতীয় সংখ্যা নিউজলেটার এবং মুখপত্র প্রকাশ।

আন্তজাতিক কার্যক্রম

৭-৯ জানুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত SEARO CONFERENCE এ অংশগ্রহণ।

২- ১১ আগষ্ট সিকাগোতে অনুষ্ঠিত 11^{th} World Conference on Tobacco or Health এর প্রি-কনফারেন্স ট্রেনিং ও কনফারেন্স এ জোটের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ।

২৫-৩১ আগষ্ট FCTC – এর উপর মতামত প্রদান।

১২-১৩ অক্টোবর জোট প্রতিনিধি ব্যারিষ্টার তানিয়া আমীরের জেনেভায় FCTC -বিষয়ক পাবলিক হিয়ারিং এ অংশগ্রহন।

২৮ নভেম্বর FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE- এর সদস্যপদ লাভ।

৪-৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত People's Health Assembly (PHA)- তে সক্রিয় অংশগ্রহন।

Welcome to Bangladesh

JOURNEY PLUS

Inbound & Outbound Tour Operator

40/A Aziz Super Market, 1st Flr, Shahbag, Dhaka- 1000

Tel: 880-2-9660234, 018227901 Fax: 880-2-9660234, 8613958 E- mail: journey@bdcom.com

তামাক কোম্পানীর বিজ্ঞাপনী অপকৌশল

মোঃ রফিকুল ইসলাম মিলন

পশ্চিমা দেশগুলির মত বাংলাদেশেও ধূমপায়ীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, ১৯৮৪ সালের প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম ধূমপায়ী দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৭০ জন পুরুষ ধূমপান করেন। এই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে পুরুষ ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমপক্ষে ২ কোটি এবং মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০ লক্ষ।

অন্য আর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৬ কোটি ২০ লাখ লোক ধূমপান জনিত কারণে প্রাণ হারাবে। এর মধ্যে ৩ কোটি ৮০ লাখ লোক উন্নয়ণশীল দেশ থেকে। যা হয়ত ইতি মধ্যেই আমরা হারিয়েছি। বর্তমানে উন্নয়ণশীল দেশে প্রতিবছর ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায় শুধুমাত্র ধূমপানজনিত কারণে। আগামী ২০২০ সালে এর সংখ্যা দাড়াবে ৭০ লাখে অর্থাৎ সাতগুণ বেশী। উন্নত দেশে তামাকে বর্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লাখ, ২০২০ সালে এর সংখ্যা দাড়াবে ৩০ লাখে। বিশ্বে বর্তমানে ধূমপায়ীর সংখ্যা ১১ কোটি। এর মধ্যে ৮ কোটি ধূমপায়ী উন্নয়ণশীল দেশের। শুধু তাই নয় উন্নত দেশগুলিতে ধূমপায়ীর সংখ্যা ১.১ হারে কমতে শুরু করেছে সেখানে উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে তামাক কোম্পাণীর বিজ্ঞাপনের নানা অপকৌশলের কারণে ২.১ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগামী প্রজন্মের জন্য এক ভয়ানক আতংকের কারণ।

মানুষকে ধূমপানে আকৃষ্ট করার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বিজ্ঞাপন। দরিদ্র দেশের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী তামাক ব্যবসায়ীরা নানা প্রচার ও প্রলোভনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ সকল পদক্ষেপ নিন্দনীয় ও জনস্বাস্থ্য বিরোধী।

আমাদের দেশের জনগনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক লেখাপড়া জানে না এবং অধিকাংশ লোক থাকে গ্রামেগঞ্জে। ধূমপান বা তামাকের ব্যবহার এদের মধ্যে সবচাইতে বেশী। দিন মজুর, রিক্সাওয়ালা, গ্রামের চাষীদের অনেকেই ধূমপানের স্বীকার। ভাবতে কষ্ট হয় এদের শতকরা ৮০-৯০ জন ধূমপায়ী। তারা কোন না কোন ভাবে তামাক ব্যবহার করে। তামাকপাতা, জর্দা, গুল গ্রামের মেয়েদের মধ্যেও বেশ প্রচলিত। এতে সামাজিক বাধা নেই। হাতে সিগারেট বেয়াদপির সামিল হলেও পানের সাথে তামাক জর্দা আতিথেয়তার লক্ষন হিসেবে এখনও গন্য। এহেন পরিস্থিতিতে তামাক কোম্পানীর চাতুরীপূর্ণ বিজ্ঞাপন এদের ওপর প্রভাব ফেলে প্রচুর। এদের নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানীর নানা রঙের পোষ্টার, বিলবোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ধূমপানের প্রতি এদের আকর্ষণ সৃষ্টি করে সিগারেটের মহিমা প্রচার করে। এক হিসাবে দেখা গেছে তামাক শিল্পের বিজ্ঞাপনের পিছনে প্রতিদিন বিশ্বে খরচ হয় ১ বিলিয়ন ডলার। আর এর বেশীর ভাগই খরচ হয় উন্নয়নশীল বিশ্বে; বিশেষ করে এশিয়ার দেশ সমূহে নিত্য-নতুন অভিনব আঙ্গিকের বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তরুণরা, এমনকি মহিলারাও ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতিকালে তামাক ব্যবসায়ীদের বিশেষ নজর খেলাধুলার দিকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রিকেট, ফুটবল, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা এবং বিশ্ব অলিম্পিকে পৃষ্ঠপোষকতা জনগণের মনে তামাকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করে তামাকের ব্যবহার শক্তি জোগায়। এটা স্বাস্থ্যের প্রতীক। এছাড়া বিশেষ করে আমাদের দেশের তামাক শিল্প জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুখোশ পরে, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, বৃত্তি প্রদান, হাসপাতালের গরীব রোগীদের জন্য অর্থদান, মেধাবীছাত্রদের পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে ভন্ড পীরের মতো জনমনে প্রভাব ফেলে, নিজেদের অপকর্মকে ঢাকা দিয়ে জনহিতৈষী সেজে তাদের বিষের ব্যবসার প্রসার করে চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কুষ্টিয়ায় তামাক চাষীদের তামাক শুকানোর জন্য কৃত্রিম ঘর ও জ্বালানীর প্রয়োজন হয়। এ কারণে কুষ্টিয়ায় বিগত দশ বছরে প্রচুর গাছ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ফলে কুষ্টিয়ায় বৃক্ষ নিধন হয়েছে ব্যাপক হারে যার ফলে সেখানে আবহাওয়ায় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে খরার আক্রমণ হয়েছিল। এই অবস্থার বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে তৎকালীন বিটিসি ঢাকঢোল পিটিয়ে বৃক্ষরোপণ শুরু করে। অর্থাৎ নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্যই এ কৌশল তারা অবলম্বন করে। এছাড়া তামাক বিক্রয় এবং বিজ্ঞাপনের নানা অপকৌশল ঢাকার জন্য বর্তমান বিএটির জনসংযোগ বিভাগ বৃক্ষরোপণ ছাড়াও কবিতা, গান, নাটকের দিকেও নজর দিয়েছে। বিভিন্ন প্রগতিবাদীদের নাটক মঞ্চায়ন, সংগীতানুষ্ঠান, বই প্রকাশে আর্থিক অনুদান, কবিতা সন্ধ্যা ইত্যাদি বিষয়েও বিগত কয়েক বছরে প্রখর মনোযোগ লক্ষ করা গেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেতারে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ কিন্তু স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং বেসরকারী টেলিভিশনে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ নেই যার ফলে তামাক কোম্পানীগুলি উক্ত মিডিয়াতে অবাধ বিচরণ করছে এবং নানান অশ্লীল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করার নিত্য নতুন বিজ্ঞাপন তৈরীতে ব্যস্ত। কিছুদিন আগেও তামাক কোম্পাণীগুলি তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে আকর্ষণীয় ও প্রলুদ্ধকর উপহার সামগ্রীর নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছিল যাতে উপহার সামগ্রীর লোভে লোকজন ধূমপানের পিছনে আরও অর্থ ব্যয় করে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয়

কোম্পানীগুলোও জনসাধারনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিযোগিতা ছুড়ে দিয়েছিল যা বাংলাদেশ পেনাল কোড ২৯৪-বি'র সরাসরি লংঘন। সে কারণে উক্ত বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার ফলে ঐ বিজ্ঞাপনটি বর্তমানে স্থগিত আছে।
বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন টেলিভিশনে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ যার কারণে তামাক কোম্পানিগুলি নানা কৌশলে পরোক্ষ ধূমপানের বিজ্ঞাপন তৈরী করে প্রচার করছে। যেমন ভয়েজ অব ডিসকভারী নামক একটি জাহাজ সমুদ্রপথে ১৭ টি দেশ পরিভ্রমণ করে এবং প্রতিটি দেশে নোঙ্গর করে সেখানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছিল, সাধারণ মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে এটি একটি দুঃসাহসী এবং মহৎ কাজ হিসেবে গণ্য হবে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমাদের গভীর ভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। উক্ত জাহাজের সকল নাবিক গোল্ডলিফের বিজ্ঞাপন নিয়ে সিগারেটের নতুন বাজার আবিষ্কারের সন্ধানে বেরিয়েছিল। ১৭টি দেশে উক্ত জাহাজটি সরাসরি তাদের সরকারী চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছে যদিও উক্ত নাবিকদের সাহসী ভূমিকার বিষয়টি দেখানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত জাহাজে সকল কিছুই গোল্ডলিফের বিজ্ঞাপনে আবৃত ছিল। ঐ টিমটি সফলও হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশে সফল হতে পারেনি। এদেশের শিক্ষিত ও সচেতন কিছু তরুন তাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উক্ত জাহাজকে বাংলাদেশের মাটিতে নোঙ্গর করতে দেয়নি যা তামাক বিরোধী ভূমিকায় সারা পৃথিবীতে একটি সফল অধ্যায় হিসেবে গন্য হয়েছে। আসলে মাল্টি ন্যাশনাল তামাক কোম্পানীগুলির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এতোই শক্তিশালী যে ওদের সাথে প্রতিযোগীতায় উন্নয়ণশীল দেশ পেরে উঠে না। যার ফলে ওদের বাজার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে বিলবোর্ডের মাধ্যমে এবং পত্র পত্রিকায় যেভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিরীহ জনসাধারণকে ধূমপানে প্রলুব্ধ করছে তা আর এক ধরনের প্রতারণা। এ সকল বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর যুবকদের ধূমপানে আকৃষ্ট করা। ভিন্ন ভিন্ন পথে নতুন নতুন ধূমপায়ী সৃষ্টি করা, শিশু কিশোরদের ভবিষ্যতে ধূমপানের প্রতি আকৃষ্ট করা।

যাই হোক আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে তামাক একটি নিঃশব্দ আততায়ী। তীলে তীলে প্রাণ নাশ করে। ধ্বংস করে, শুধু ধূমপায়ীকে নয় ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন সবাইকে। সমাজকে পঙ্গু করে নানা রোগে। আর্থিক ক্ষতি হয় চিকিৎসায় এবং অকাল মৃত্যুতে। বিশেষ করে তামাক কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের অপকৌশলের মাধ্যমে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় অগণিত সরল প্রাণ অশিক্ষিত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনসাধারণ ও উঠতি বয়সের যুবকেরা। এরা সহজেই তামাক কোম্পানীর প্রচারের স্বীকার হয়।

তামাক কোম্পানীর ঐ বিষাক্ত ছোবল থেকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ধূমপান তথা তামাকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে । সচেতন হতে হবে সকল শ্রেণীর মানুষকে। জানতে হবে তামাকের প্রভাব সম্পর্কে। গড়ে তুলতে হবে বৃহৎ জনমত। জনমতের চাপের মাধ্যমে তামাক কোম্পানীর সকল প্রকার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করতে হবে। যাতে আগামী প্রজন্ম ধূমপানের হাত থেকে রেহাই পায় এবং তামাকমুক্ত পরিবেশে সুস্থ্য সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে এই হোক সকলের প্রত্যাশা।

সম্পূর্ন ধূমপানমুক্ত পরিবেশ

মালঞ্চ রেষ্টুরেন্ট

মালঞ্চ স্ন্যাকস্ এন্ড কনফেকশনারী

উন্নত মানের খাবার পরিবেশনে প্রতিজ্ঞ

৫০, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫ ফোন -৮৬১৫৬২০, ৮৬২০৫০৪

সিটি এন্টারপ্রাইজ

CITY ENTERPRISE

IMPORTER & TRADER IN MACHINERY, ELECTRICALS ETC.

A-6 IMPERIAL SUPER MARKET
105, NAWABPUR ROAD,
DHAKA –1100

PHONE : 7117995, 7118052
MOBILE : 017-528094
RES : 7121957

পরিবেশ ও অর্থনীতিতে তামাক

ইকবাল মাসুদ

অধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পরিবেশ দূষণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট এর পাশাপাশি আজ বিশ্বব্যাপি তামাকের কথা উচ্চারিত হচ্ছে। তামাকের ব্যবহার, উৎপাদন, বাণিজ্য বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে মানুষের অর্থ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ। এ কারণে বিভিন্ন সমস্যার পাশে এর অবস্থান। পৃথিবীব্যাপি আজ চলছে চরম অর্থনৈতিক সংকট যা আজ উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে উন্নত দেশগুলো এক ধাপ এগিয়ে গেলেও আজও পিছিয়ে আছে আমাদের মতো অনেক দেশ। যেখানে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ অভুক্ত অর্ধভুক্ত দিন কাটায়।

তামাকের ব্যবহার শুধুমানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি নয়। তামাকের কারণে বিশ্বের অর্থনীতিতে ও ঘটছে বিরাট অপচয়। যা একটি দেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ধূমপান সংক্রান্ত রোগের প্রতিকারের জন্য বিশ্বব্যাপি প্রতিবছর ২০ কোটি মার্কিন ডলার লোকসান হয়। এর অর্ধেকটা হয় আমাদের মতো গরীব দেশে। এছাড়া তামাকের কারণে ক্ষতি হয় ২০ হাজার কোটি ডলার। ইউনিসেফ এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের ৫% অপুষ্টি জনিত কারণে হারিয়ে যায় এবং প্রতিদিন অপুষ্টির অভিশাপে ৫ বছরেরও কম বয়সী ৭০০ শিশু মারা যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ জনগণের উপার্জনের অধিক অংশ ব্যয় হয় খাদ্যের জন্য যা প্রায় ৬৬ থেকে ৭৩ শতাংশের মতো। তামাক ব্যবহাকারীরা যদি তামাক গ্রহণ বন্ধ করে তাহলে তাদের এ সমস্যা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাবে। এক হিসাবে দেখা যায় ১০০০ টন তামাক উৎপাদনে ১০০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়।

আপনি যদি এক প্যাকেট সিগারেট না কেনেন, তাহলে বছর শেষে কিনতে পারবেনঃ

BENSON	কম্পিউটার	NAVY	স্টীল আলমারী + ওয়াড্রোব
555	রঙ্গিন টেলিভিশন	GOLD LEAF	রেফ্রিজারেটর
STAR	সাদা কালো টেলিভিশন	SCISSORS	ক্যাসেট প্লেয়ার + বাইসাইকেল

জনবহুল বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট স্বাভাবতই প্রশ্ন জাগে তামাক শিল্প যদি বিলুপ্ত হয় বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এই ধারণা ভুল। কর্মদক্ষতা হ্রাস। স্বাস্থ্য খাতে অধিক ব্যয়, তামাক জনিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতি এবং সর্বোপরি অকাল মৃত্যু এসব হিসাব করলে দেখা যায় যে, তামাক ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমান অনেক বেশী। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। সিগারেট চোরাচালান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নেট ওয়ার্ক গড়ে তুলেছে যার কারণে অনেক দেশ কোটি কোটি ডলার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে।

মনে করুন, আপনি প্রতিদিন ১ প্যাকেট সিগারেট খান। প্রতি প্যাকেটের দাম যদি ১০ টাকা হয় তাহলে ১ বছরে আপনার খরচ হবে ৩৬৫০ টাকা। দশ বছরে খরচ হবে ৩৬,৫০০ টাকা। এর পরেও কি আপনি সিগারেট খাবেন?

পরিবেশ দূষনের ক্ষেত্রেও তামাক ও তামাকজাত শিল্প অনেকাংশে দায়ী। ধূমপান সৃষ্ট বায়ুদূষণে স্বাস্থ্যের উপরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। সিগারেটের ধূমপানে যে সব পদার্থ মানুষের ক্ষতি করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্বনমনোক্সাইড, নাইট্রোজেন, অক্সাইড, লেড, টার, কারসিনোজেন, অ্যালডিহাইড এবং হাইড্রোজেনসায়ানাইড। প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঁচ মিনিট ধূমপানে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট কার্বণমনোক্সাইডের পরিমান বা মাত্রা ৪০০PPm। কিন্তু বায়ু দূষণে গৃহীত কার্বন মনোক্সাইডের পরিমান ১০-৩০PPm। একইভাবে ৫ মিনিট ধূমপানে গৃহীত নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা ১০০PPm কিন্তু অতিরিক্ত দূষিত বায়ুতে ১ ঘন্টায় গৃহীত নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা ১PPm। এই কারণেই দূষণমুক্ত বায়ুতে বসবাসকারী ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুস ঘটিত রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমান হয় যে ধূমপানের ফলে নিসৃতধোঁয়া বায়ু দূষনের ক্ষেত্রে মারাত্নক প্রভাব রাখছে। এছাড়া তামাক কারখানার আশেপাশের এলাকা ও কারখানার শ্রমিকদের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান। তামাককে আমরা অক্টোপাশের সাথে তুলনা করতে পারি যা চারিদিক থেকে আমাদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সিগারেট কোম্পানী কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রচারণা যুব সমাজকে প্রলুব্ধ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এর এক অংশ যদি একটা পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়নে ব্যয় হয় তাহলে হয়ত অনেক নারী, শিশু থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের মানুষ উপকৃত হত।

পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি তামাকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে চাই ব্যাপক প্রচারণা, প্রয়োজন সকল স্তরের জনসাধারণকে সচেতন করা। পাশাপাশি চাই কঠোর আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগ, আমরা আশা করব সরকার সময়ের দাবীকে গুরুত্ব প্রদান করে এখনিই পদক্ষেপ গ্রহন করবে। সাথে সাথে বেসরকারী সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দেবে।

তামাকজাত সামগ্রী ব্যবহারে ক্ষতি ও আইন প্রসঙ্গ

কাজী ফারুক

তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য হানির ঘটনা প্রচুর। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে এ ধরণের চিত্র আমাদেরকে উদ্বেগাকুল করে। মুহুমুহু সতর্কবানী উচ্চারিত হচ্ছে যে, তামাক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ আত্মঘাতী কাজ করে। যিনি ধূমপান করেন, তিনি নিজেও এ বিষয়ে সম্যক অবহিত, যথেষ্ট সচেতন। এরপরও ধূমপায়ীর বক্তব্য থাকে- পারছিনা, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে যাচ্ছি। অবশ্য এই হার জিতের খেলায় ঘোরতর ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রয়োজন হয় জোরালো ইচ্ছে শক্তির। যদি কেউ এই প্রবল ইচ্ছে শক্তি খাটান, তাহলে তিনি যে সফল হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমনি উদাহরণও রয়েছে প্রচুর। তবে সচরাচর একবার আসক্ত হয়ে পড়লে সহজে এ পথ থেকে ফেরা সম্ভব হয় না নেশাসক্তির কারণে। নেশা যে খুব মারাত্মক এক ব্যাধি একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই যে কোন নেশাই হোক না কেন, এ পথ থেকে সহজে ফেরা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ নেশার দ্রব্যের মধ্যে যে সব উপাদান থাকে সেগুলোই নেশাসক্তকে তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরে। এক তথ্যে জানা গেছে তামাকের ধোঁয়ার প্রায় চার হাজার রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো রয়েছে যা মানব দেহের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। পরিবেশের জন্যও। যেমন নিকোটিন, কার্বন- মনোঅক্সাইড, আলকাতরা ইত্যাদি। ১৮২৮ সালে তামাকে নিকোটিন নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। দু'টি সাধারণ সিগারেটের মধ্যে যে পরিমান নিকোটিন থাকে তা যদি ইনজেকশানের মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো যায় তাহলে তার মৃত্যু ঘটার আশঙ্খা থাকে। কিন্তু সিগারেটের মাধ্যমে এই নিকোটিন খুবই ধীর গতিতে শরীরে প্রবেশ করে বলে এর ক্ষতিকর প্রভাবও হয় অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন। অনুরূপভাবে কার্বন-মনোঅক্সাইড এক মারাত্মক গ্যাস। যা শ্বাসনালীর মাধ্যমে সরাসরি ফুসফুসের কুঠরির মধ্যে দিয়ে রক্তের জরুরী উপাদান হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে যা রক্তের মধ্যে অক্সিজেন কমিয়ে দেয়। ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়। এমনিভাবে ঘটে যায় ক্ষতি।

যা হোক এগুলো হচ্ছে তামাকজাত সামগ্রীর মানব দেহে ক্ষতি ডেকে আনার বিভিন্ন উপায় এবং এই তামাকজাত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়, এক কথায় তা মারাত্মক। আর এই মারাত্মক ক্ষতি রোধ করতে যেটা প্রয়োজন সেটি হলো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তামাক ব্যবহার বিরোধী প্রচারণা গড়ে তোলা এবং আইন প্রনয়ণ। সংঘ প্রচেষ্টা যে অব্যাহত আছে তামাক বিরোধী জোট গঠনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা জোরদার করার মধ্য দিয়েও লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ধূমপান বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল ঢের আগে থেকে। পরবর্তীতে 'আধূনিক' এই ধারায় যোগ দেয়। আজ সিগারেটের বিজ্ঞাপনে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এই বাক্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং আইন প্রনয়ন করতে ক্যাবের আন্দোলন কার্যকর ভূমিকা পালণ করে। ১৯৮৮ সালে প্রনীত হয় তামাকজাত সামগ্রীর বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন। এই আইন এখনো পর্যন্ত বলবত রয়েছে। রয়েছে এর কার্যকারিতা। এই আইনের বলেই সিগারেট কোম্পানীগুলো তাদের পণ্য প্রচারণার সঙ্গে সঙ্গে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' শব্দটি লিখতে বাধ্য হয়। এর আগে এ কথা লেখার প্রচলন ছিল না। তবে এই বাক্যটির সঙ্গে কোম্পানীগুলো আরেকটি বাক্য ব্যবহার করে- 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ' এটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা গৌন। কিন্ত সিগারেট কোম্পানীগুলোর জন্য মূখ্য। আর এ কারণে তারা এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে।

লক্ষ্য করা গেছে সিগারেটসহ তামাকজাত সামগ্রী ব্যবহারের বিভিন্ন প্রচারণার মাঝে ইলেকট্রনিক মাধ্যম যেমন টেলিভিশন, রেডিও' কে এরা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তাদেরই লক্ষ্য হাসিলের জন্যে। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বাংলাদেশ বেতার কোন রকম সিগারেটসহ তামাকজাত সামগ্রীর বিজ্ঞাপণ প্রচারণা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছে। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারী উদ্যোগ- আইনের কারণে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ে বিপত্তি ঘটিয়েছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে, এই সব চ্যানেলগুলোতে যেভাবে দোর্দন্ড প্রতাপে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, তা রীতিমতো আপত্তিকর। বিজ্ঞাপনের প্রকার প্রকরণ দেখে মনে হয় যেন প্রচারণার মাধ্যমে মধুর মতো কোন উপাদেয় সামগ্রী পানে আহবান জানাচ্ছে। এ ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচারণার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করা বাঞ্চনীয়। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা মূখ্য। তবে সরকারকে এ ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগকে করতে হবে শক্তিশালী। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রনয়ণ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর এ ধরনের এগ্রেসিভ বিজ্ঞাপন প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। কেননা টিভি চ্যানেলগুলোর বিপুল সংখ্যক দর্শক উঠতি বয়সী তরুণ তরুনী। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে তাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই পূর্ণ সতর্কতা জরুরী। আর এ কথাও ঠিক ধূমপানে কিংবা তামাক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে আসক্তি আসে উঠতি বয়স থেকে। মাঝ বয়সীরা সাধারণতঃ এ ধরণের নেশায় আসক্ত হয় না। কাজেই আমাদের জাতীয় সম্পদ উঠতি তরুণ সমাজকে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে এ ধরনের উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন।

সত্যি কথা বলতে কি ধূমপান প্রবনতা রোধ করতে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা। এ সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজন আইন প্রনয়ণ। আইন শুধু প্রণয়ন করলেই চলবে না, একে কার্যকরও করতে হবে। আমার

বিবেচনায় সরকারী প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বন্ধ রাখাই যথেষ্ট নয়। ধূমপান বিরোধী প্রচারণা আরো জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধূমপানজনিত কারণে যে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয় তা ফলাও প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারলে লক্ষ্য হাসিলের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ধূমপান, তামাক সেবন স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর জেনেও মানুষ এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকেনি। পরিপূর্ণভাবে বিরত রাখা সম্ভবও নয়। তবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এ কথা নিশ্চিত বলা যায়। কোম্পানী গুলোও তাদের মুনাফার কথা বিবেচনায় রেখে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তারা যেন একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে তার জন্যে কার্যকর ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন। এ দায়িত্ব যেমনি সরকারের তেমনি বেসরকারী সংস্থা সমূহেরও ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উদ্যোগকেও কোন অংশ খাটো করে দেখা চলে না। প্রয়োজন তাই সমন্বিত প্রয়াস। এ যত জোরদার হবে, আমরা ততই একটি সুস্থ সবল জাতি গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারবো। কাজেই সামাজিক ক্ষতির কথা ভেবে যুক্তিশীল মানুষের ভাববার এটাই যথার্থ সময় যে, ধূমপানের মাধ্যমে ক্ষতি ডেকে আনা উচিত নয়। আইনের অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে একথা সত্যি, তবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এর ব্যবহারহ্রাস পাবে, গড়ে উঠবে সুন্দর জীবন ও পরিবেশ।

এম এস শিপিং এজেন্সি লিঃ

M S SHIPPING AGENCY LTD

CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS

Chittagong office
S.F Chamber (1st Floor)
Room No. 16 B
1269 Strand Road, Chittagong
Tel : Off. 725554 Res : 711526
Mob : 017-762830

Dhaka office
Chand Mansion (5th Floor)
66, Dilkusha C/A Dhaka – 1000
Tel: off. 9565214,9552753
Res: 7217313 Fax: 9552753 Mob: 018-214097
E-mail kams@bdmail.net

কাটারী ভোগ, চিনিগুড়া ও পাইজম সিদ্ধ ও আতপ চাউলের একমাত্র বিস্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মেসার্স এম এম বাদার্স

খাজা চাউল

ঞ-৬ মোঃপুর কৃষি মার্কেট, তাজমহল রোড মোঃপুর, ঢাকা

SITHI ENTERPRISE

Import and Local Supply

DKAKA OFFICE
63, AZIZ CO-OPERATIVE SUPER MARKET
SHAHBAGH,DHAKA.1000
PH- 8610834 E-mail sithy@proshikanet.com

JESSOR OFFICE
53, AMBICA BASU LANE
R.N. ROAD, JESSORE
PH. 0421- 73196

Creative Computer and Media

(An Uptodate Computer Training Center)

Room No # 4 Center 1st floor
Aziz Super Market
Shahgbag, Dhaka – 1000 Ph.8621991

পদ্মা ট্যাংক

২০ বছরের গ্যারান্টি কার্ড বুঝে নিন ....

২৭২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫
ফোন- ৯৬৬৫১২৮-৯, ৯৬৬৯৮১৮

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

১৯৯৯ সালের হিসাব বিবরনী

বিবরন	টাকা	বিবরন	টাকা
সংগঠনসমূহ থেকে প্রাপ্ত চাঁদা	৪৩,৬৪৪.০০	ভয়েজ অব ডিসকভারীর খরচ সমূহঃ	
এন্টি ড্রাগ ফেডারেশনের অনুদান	১১,০০০.০০	সংবাদ সম্মেলন ৮,৩৩১.০০	
ডইই'র অনুদান	৬৬,৭৮০.০০	পোষ্টার তৈরী ৩০,৭০০.০০	
		পোষ্টার লাগানো ৬,৬৪৪.০০	
		গোল টেবিল বৈঠক ২১,৫৬৮.০০	
		মানব বন্ধন ৩,৩০২.০০	
		সাইকেল র‍্যালী ১১,৭১৩.০০	
		রীট পিটিশনঃ	
		আইনী খরচ-১০০০০.০০	
		অন্যান্য খরচ ১৩১৬৪.০০	
		২৩,১৬৪.০০	
		চট্টগ্রামে ক্যাম্পেইন ১১,০৯৪.০০	১,১৬,৫১৬.০০
		প্রতীক অবস্থান	১,০০০.০০
		শেরাটনে স্মারকলিপি প্রদান	৯০৮.০০
		আপ্যায়ন	১,৫০০.০০
		বিবিধ	১,৫০০.০০
মোট আয়	১,২১,৪২৪.০০	মোট ব্যয়	১,২১,৪২৪.০০

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

২০০০ সালের হিসাব বিবরনী

বিবরন	টাকা	বিবরন	টাকা
অনুদান প্রাপ্তি		সিয়াট ফ্লেইম	৩৭,৬৯৬.০০
PATH Canada ৫০,০০০.০০		৩১ মে' ২০০০	১,১৫,৩০৭.০০
WBB ৬৬,০০৯.০০		প্রতিবাদ সভা	৭,৯৭১.০০
সোনারং ২৭৫.০০	1,16,284.00	FCTC কর্মশালা	২৭,০০৩.০০
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপনে সরকারী বরাদ্দ	৭৫,০০০.০০	সংবাদ সম্মেলন (হাঙ্গরী)	১৪,৫৫৪.০০
		স্টল (চঐঅ)	৪,৩৬০.০০
সংগঠনসমূহ থেকে প্রাপ্ত চাঁদা	৮,০০০.০০	টি-শার্ট তৈরী	২,৫০০.০০
তামাক বিরোধী সামগ্রী বিক্রয়	১,১০০.০০	ব্যানার তৈরী	৩,৬৩৮.০০
নিউজ লেটার বিক্রয়	৬৬০.০০	ফ্যাক্স ও ফটোকপি	৩,০২৮.০০
বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	৩,০০০.০০	ছবি প্রিন্ট	৮২৯.০০
WBB'র ঋন	৩০,৫১২.০০	ষ্টেশনারী	১,৪৬২.০০
		পোষ্টেজ	৪১৮.০০
		প্রকাশনা	১৩,৬১০.০০
		আপ্যায়ন	২,০১০.০০
		বিবিধ	১৭০.০০
মোট আয়	২,৩৪,৫৫৬.০০	মোট ব্যয়	২,৩৪,৫৫৬.০০

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট
১ম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি

চেয়ারম্যান

ডঃ অরূপ রতন চৌধুরী

কো-চেয়ারম্যান

কুহেলী মোস্তফা

সদস্য সচিব

রফিকুল ইসলাম মিলন

সদস্য

সৈয়দ ফজলুল হক	বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি
জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম	আধূনিক
কাজী রফিকুল আলম	ঢাকা আহছানিয়া মিশন
সি জি এম কামাল	জাতীয় অধূপায়ী ফোরাম
আশরাফ আলম কাজল	ঘাস ফুল নদী
মোঃ মাহবুবুল আলম	বাদসা
হেলাল আহমেদ	প্রত্যাশা
মিজানুর রহমান সজল	সোনারং
গোলাম কাদের	অতীশ দীপংকর গবেষণা পরিষদ
কাজী ফারুক	ক্যাব
সাইফুদ্দিন মাহবুব	ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
আরিফুর রহমান	ইপসা
ব্যারিষ্টার তানিয়া আমীর	ল এন্ড সোসাইটি ট্রাষ্ট বাংলাদেশ
ডাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	IACIB
মোঃ মনির উদ্দিন	স্যাস্টার
আলী নিয়ামত	সাস্ক
নাসরীন হক	নারীপক্ষ
আফরোজা বেগম	বাংলাদেশ গালর্স গাইড এসোসিয়েশন

বর্ষপূর্তি উদযাপন উপ-কমিটি

প্রচার

হেলাল আহমেদ

অনুষ্ঠান

ইকবাল মাসুদ

অর্থ

আশরাফ আলম কাজল

প্রকাশনা

সি জি এম কামাল

সংগঠনের নাম ঃ বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি

ঠিকানা ঃ জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল
মহাখালী, ঢাকা- ১২১২
ফোন- ৯৮৮৭২৮৯, ই-মেইল- cancer@bttb.net

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ৭এপ্রিল, ১৯৭৮
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সোসাইটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সরকার ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্তব্য সচেতন জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতাদানের কর্মসূচী নিয়ে সোসাইটি তার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ অধ্যাপক সৈয়দ ফজলুল হক

সংগঠনের নাম ঃ আধুনিক

ঠিকানা ঃ গুলমেহার, ৬৩ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা -১২০৫
ফোন- ৮৬১৪৯৫৯, ৮৬১৪৪০০, ফ্যাক্স - ৮৬১৩০৬০

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৮৭
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
ধূমপান এবং তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্মন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা, ধূমপান ও সব রকমের তামাক সেবন নিরুৎসাহিত করা, জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরে ধূমপানের অভ্যাসের উপর জরিপ চালানো, ধূমপানের ফলে ভ্রুণ, নবজাতক এবং শিশুদের ক্ষতি সম্পর্কে পিতা-মাতাকে সজাগ করে তোলা, তামাক চাষ এবং তামাকজাত পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা এবং এর বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া, ধূমপান সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশনা, আলোচনা, সেমিনার, আন্দোলন ইত্যাদির আয়োজন করা, রেডিও এবং টেলিভিশনে ধূমপান বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরা, ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিকে সব ধরনের উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বলা, দেশের বাইরে ধূমপান বিরোধী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করা, ধূমপান বিষয়ক আলোচনার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এবং পুরষ্কার প্রবর্তন করা, সমিতির উপরোল্লিখিত লক্ষ্য এবং আদর্শ পরিপূরনের জন্য অন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্য অবলম্বন করা।

সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

সংগঠনের নাম ঃ ঢাকা আহছানিয়া মিশন

ঠিকানা ঃ বাড়ী নং-১৯, রোড-১২ (নুতন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন- ৮১১৯৫২১-২, ৯১২৩৪২০, ৯১২৩৪০২,৮১১৫৯০৯
ফ্যাক্স- (৮৮০২) ৮১১৩০১০, ৮১১৮৫২২
ই-মেইল- dambgd@bdonline.com

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৫৮ ইং, রেজিঃ ৩১৬/১৯৬৩
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ কাজী রফিকুল আলম

সংগঠনের নাম ঃ মানস

ঠিকানা ঃ ১৫/১ গ্রীন স্কয়ার, গ্রীন রোড, ঢাকা - ১২০৭
ফোন- ৫০০০০৭, ফ্যাক্স - ৮৬১৩০০৪
ই- মেইলঃ aruprach@ citechco.net

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৮৯ ইং
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও তামাকের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। পাঠ্যপুস্তকে এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করণ। প্রচার মাধ্যমে শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন। শিক্ষক, অভিভাবকদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ। সরকারকে নিয়মিত অবহিত করন। স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মাদক, ধূমপান ও তামাকমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ ডঃ অরূপ রতন চৌধুরী

সংগঠনের নাম ঃ কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

ঠিকানা ঃ ৪/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০। ফোন- ৯৫৬২৮৫৮

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ক্রেতা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন ও প্রতিষ্ঠা।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ কাজী ফারুক (সাধারণ সম্পাদক)

সংগঠনের নাম ঃ ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশান (ইপসা)

ঠিকানা ঃ বাড়ী-২, রোড-১, ব্লক-বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২,
ফোন: ০০৮৮-০৩১-৬৫৩০৮৮ এক্স-১২৩,
ফ্যাক্স: ০০৮৮-০৩১-৬৫০১৪৫,
E-Mail: ypsa@abnetbd.com

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ২০মে, ১৯৮৫ (আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ)
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
লক্ষ্য- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন।
উদ্দেশ্য- দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, দরিদত্রা বিমোচন।
সংগঠনের প্রধান নিবার্হীর নাম ঃ মোঃ আরিফুর রহমান

সংগঠনের নাম ঃ "প্রত্যাশা" মাদক বিরোধী সংগঠন

ঠিকানা ঃ ৪/১, পদ্মনিধি লেন (দক্ষিণ মৈশুন্ডা), ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১২২২২৯, E-mail: pratyasha@softhome.com

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৯২
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
মাদক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি, ধূমপানমুক্ত নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা, এইডস সচেতনতা সৃষ্টি করা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহন করা।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ হেলাল আহমেদ

সংগঠনের নাম ঃ মানবিক (মাদকদ্রব্য ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল)

ঠিকানা ঃ অফিস-ব্লক-ক, রোড-৪, প্লট-১১, ফয়জুন্নেছা ওয়াকফ এস্টেট, দুয়ারী পাড়া, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২২১।
জরুরী যোগাযোগঃ ১৬/১০ গ্রীন রোড সরকারী স্টাফ কোয়াটার, কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
ফোন- ৯০০৯৩১৭, ফ্যাক্স-৮৮০-২-৮১১৪৬০৩, E-mail: manobik3epost2@bttb.net.bd

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৯০ সাল
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
১) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূমপান এবং মাদকদ্রব্য বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২) প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধসহ ১৫ দফা বাস্তবায়নে জনসাধারনকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা।
৩) এছাড়া এইড্স কার্যক্রম, শিশু, মহিলা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নসহ সামাজিক উন্নয়নে সকল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো।

সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিলন, সভাপতি

সংগঠনের নাম ঃ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ফর ক্যান্সার কেয়ার (ওয়াক্)
ঠিকানা ঃ ৩৩৮/ক, রোড-২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ঃ ৮১৩০৬২২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮১২২০১০ ইমেইলঃ saffron@citechco.net

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৯৭
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ফর ক্যান্সার কেয়ার (ওয়াক্) একটি বেসরকারী, অলাভজনক এবং মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠান। International Union Against Cancer (UICC) এর অন্তর্ভূক্ত Reach to Recovery International (RRI) এর সদস্যভূক্ত প্রতিনিধি হিসেবে স্তন ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আক্রান্তদের শারিরীক, মানসিক এবং সামাজিক জটিলতা নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ওয়াক্ UICC COPES WORKING COMMITTEE র বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সদস্যভূক্ত সংগঠন হিসেবে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, তামাক সেবনের কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা এবং প্রাণঘাতী এই মরণ নেশার আসক্তি নিরসনে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ জারিনা পারভীন

সংগঠনের নাম ঃ নারীপক্ষ

ঠিকানা ঃ ১৭০ গ্রীন রোড, ঢাকা।
ফোনঃ ৮১১৯৯১৭, ৮১১৬১৪৮, ফ্যাক্স ঃ ৮১১৬১৪৮ E-mail: convenor@pradeshta.net
সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৮৩ ইং
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
১) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা ২) নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
৩) নারী স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করা
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ রুবি গজনবী, আহবায়ক

সংগঠনের নাম ঃ জাতীয় অধূমপায়ী ফোরাম

ঠিকানা ঃ ১৩২, শান্তিবাগ ঢাকা ১২১৭
ফোন- ৮৩১৩৬১১, ফ্যাক্স- ৮৩১৫৯৫৮,
ই-মেইল- cgmkamal@bangla.net
সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৮৬
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ধূমপানমুক্ত ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধূমপানের নেশা হতে দূরে রাখা। ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ সি জি এম কামাল

সংগঠনের নাম ঃ Institute of Allergy and Clinical Immunology of Bangladesh (IACIB)

ঠিকানা ঃ Room – 4-5(2nd Floor), Green Super Market, Green Road, Dhaka–1215.
Tel : 880-2-8122074, Fax : 880-2-8115646 E-mail : <hossianm@bdcom.com>

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ January 1995
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ Dr, Moazzem Hossain
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

a) To Provide medical support to the persons suffering from asthma, other allergic diseases (rhinitis, dermatitis etc), immunological disorders & infectious diseases as Filara, Malaria, Kala-azar, Tuberculosis, AIDS & STD etc.
b) To Upgrade professional skills through workshop, training.
c) To conduct research in the field of environment and occupational disease.
d) To conduct paramedical health technology training & teaching courses.
e) Urban & Community based asthma & other allergic diseases management Programme.

সংগঠনের নাম ঃ ল এন্ড সোসাইটি ট্রাষ্ট বাংলাদেশ (এলএসটিবি)

ঠিকানা ঃ ৩০৩ কনকর্ড টাওয়ার(৩য় তলা), ১১৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৩৩০৮৭৭, ৯৩৩৩২৫৩ ফ্যাক্স- ৮৮০-২-৮৩১৭১৭৮ E-mail: amir@bdmail.net

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৯৭ সাল
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
Goal: To strenthen the Capacity of BATA to engage in legal advocacy for tobacco control.
Objectives: a) To improve our understanding of legal issues around tobacco, and of domestic and foreign companies activities in Bangladesh. b) To inerease the level of knowledge of and interest in tobacco control among Bangladeshi policymakers, c) To strengthen BATA's role in supporting legal and policy change around tobacco control.
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ তানিয়া আমীর, ব্যারিষ্টার-এট-ল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

সংগঠনের নাম ঃ বাদসা (Body Aganist Destructive Social Activities)

ঠিকানা ঃ ৩৪৫/৩ রজনীগন্ধা(৫ম তলা), জাফরাবাদ, শংকর, ঢাকা-১২০৭
জিপিও বক্স- ৪০২৭, ঢাকা- ১০০০। ফোন- ৩২৩০৩৭, ৯০০৩০৫৩, মোবাইল: ০১৯-৩৪৮০৯৭

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ১৯৯৪ ইং
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা, ধূমপানমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, মানবাধিকার রক্ষা করা, মাদকাসক্তদের নিরাময় ও পূণর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা। পরিবেশ রক্ষা করা। এইড্স্ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এছাড়াও সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করা। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।
সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ মোঃ মাহবুব আলম

সংগঠনের নাম ঃ ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ

ঠিকানা ঃ ৬৭, ল্যাবরেটরী রোড, ঢাকা -১২০৫
ফোন ৯৬৬৯৭৮১, ৮৬২৯২৭৩, ফ্যাক্স- ৮৬১৯২৭১
ই-মেইল- wbb@pradeshta.net

সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বছর ঃ ২২ নভেম্বর ১৯৯৮
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ একটি বেসরকারী অলাভজনক এবং মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠান।
তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন, তামাক সেবনের কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা এবং তামাক আসক্তি নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ গ্রহন।
পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার হ্রাস ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি,
শব্দ দূষণ প্রতিরোধ ও কালো ধোঁয়া নিরসনে গনসচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন।

সংগঠনের প্রধান নির্বাহীর নাম ঃ সাইফুদ্দিন মাহবুব

INSTITUTE OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY OF BANGLADESH

CENTER FOR

Asthma, Allergy Test & Immunotherapy
Filariasis Study & Research
Immunological Investigations
Modern Diagnosis of TB & Ect.

Room.4-5, 2nd floor, Green Super Market, Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh.
Tel. 880-2-8122074, Fax. 880-2-8115646 E-mail: hossainm@bdcom.com

---

Gg Gm wkwcs G‡RwÝ wjt

M S SHIPPING AGENCY LTD

CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS

Chittagong office
S.F Chamber (1st Floor)
Room No. 16 B
1269 Strand Road, Chittagong
Tel : Off. 725554 Res : 711526
Mob : 017-762830

Dhaka office
Chand Mansion (5th Floor)
66, Dilkusha C/A Dhaka – 1000
Tel: off. 9565214,9552753
Res: 7217313 Fax: 9552753 Mob: 018-214097
E-mail kams@bdmail.net

কাটারী ভোগ, চিনিগুড়া ও পাইজম সিদ্ধ ও আতপ চাউলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মেসার্স এম এম বাদার্স

খাজা চাউল

এঃ-৬ মোঃপুর কৃষি মার্কেট, তাজমহল রোড মোঃপুর, ঢাকা

SITHI ENTERPRISE

Import and Local Supply

DKAKA OFFICE
63, AZIZ CO-OPERATIVE SUPER MARKET
SHAHBAGH,DHAKA.1000
PH- 8610834 E-mail sithy@proshikanet.com

JESSOR OFFICE
53, AMBICA BASU LANE
R.N. ROAD, JESSORE
PH. 0421- 73196

পোলিওমুক্ত করার জন্য প্রতিটি শিশুই গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত করতে হলে

প্রতিটি ০-৫ বৎসর বয়সের শিশুকে অবশ্যই
পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে, টিকাদানের
ব্যাপারে অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সমূহে
বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

প্রতিটি এএফপি (০-১৫ বৎসর) রোগের খবর
অব্যশই দিতে হবে এবং নিরীক্ষণ করতে হবে।

এএফপি রোগীর অবশ শুরু হওয়ার ১৪ দিনের
মধ্যে ২ টি পায়খানার নমুনা সংগ্রহ করতে হবে
এবং সংগ্রহ থেকে শুরু করে আইপিএইচ,
ঢাকায় পৌঁছানো পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে হবে।

রোগের খবর দিন
পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ুন

সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচী (ই পি আই),স্বাস্থ্য অধিদপ্তর